আল্লাহ কি ভুল করেন ? কোরানে কি ভুল নেই?

মোঃ আমিন তালুকদার (জনি){ড্রাকুলা}

jonydracula@yahoo.com

আমার এ বিষয়ে লেখার চিন্তা প্রধানত 'মমতাজ দৌলতানা' সাহেবের "ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান" নামক বইটি পরে জেগেছে। বইটিতে তিনি চারটি (হিন্দু,বৌদ্ধ,খৃষ্টান ও ইসলাম)ধর্ম নিয়ে যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণায় হিন্দু,বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের যে সমস্ত ভুল তিনি ধরেছেন তা অবশ্যই যুক্তি সংগত তবে তিনি গভীর ভালবাসায় হোক, কারো ভয়ে হোক বা ইচ্ছে করেই হোক কোরান শরীফে কোন ভুল বা অসংগতি খুজে পাননি। আমরা জানি ভালবাসা মানুষকে অন্ধ কওে দেয় তাই সে যাকে ভালবাসে তার শুধু সুন্দর ও সঠিক দিকটাই দেখতে পায়। হয়তো 'মমতাজ দৌলতানা' সাহেবের ক্ষেত্রে ও তাই ঘটেছে। যাই হোক তার বইটির আলোকেই এবং আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কোরানের কিছু ভুল বা অসংগতি ধরা পড়েছেঃ

> "তবে তারা (মানুষ) কোরান নিয়ে গবেষণা করে না কেন? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারও হতো; তবে তারা অনেক অসংগতি পেতো।"
>
> - সুরা নিসা : ৮২।

উপরের আয়াতের আলোকে এটাই নিশ্চিত যে আল্লাহ নাস্তিকদের জন্য চ্যালেঞ্জ রেখেছেন এবং সত্যি যদি কোন অসংগতি পাওয়া যায় আল্লাহ্‌র তা মাথা পেতে নিতে হবে। (যদি তার মাথা বলে কিছু থাকে)

১। আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা কয়জন?

"আমরা নিম্ন আসমান কে নক্ষত্র দ্বারা সুশোভীত করেছি।"
- সুরা হামীম আস্ সাজদা : ১২।

"এবং আমরা তোমাদের উপরি ভাগে সৃষ্টি করেছি সাতটি পথ; আমরা সৃষ্টি বিষয়ে অমনোযোগী নই।"
- সুরা মুমিনুন : ১৭।

"আমরা নির্মাণ করেছি তোমাদের উপরি ভাগে সাতটি সুদৃঢ় আকাশ এবং সেখানে স্থান দিয়েছি এক জ্বলন্ত প্রদীপ।"
- সুরা নাব : ১২-১৩।

"এবং চন্দ্রের জন্য আমরা নির্দিষ্ট করেছি মঞ্জিল- যতক্ষন না সে পুনরায় খেজুরের শুকনো পাতার মত হয়।"
- সুরা ইয়াসিন : ৩৯ ।

"তারা কি তাদের উপরের আসমানের দিকে লক্ষ করেনা কিভাবে আমরা উহাকে বানিয়েছি এবং সাজিয়েছি, আর তাতে কোন ফাটল নেই।"
- সুরা কাফ : ৬ ।

এছাড়াও
- সুরা মুমিনুন : ১৮ তে দু'বার
- সুরা ওয়া কিয়াহ : ৬৮ - ৭০ এ একবার
- সুরা লুকমান : ১০ এ একবার
- সুরা আম্বিয়া : ৩০ এ একবার
- সুরা হিজর :১৯ এ একবার
- সুরা দাহর : ২ এ একবার "আমরা" কথাটি বলেছেন।

এখানেই সমস্যাটা, আয়াত গুলোতে একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় প্রতিটিতেই 'আমরা' শব্দের ব্যবহার ১ অথবা ২ বার করা হয়েছে। আমরা শব্দটি দ্বারা কখোনই একজনকে বোঝান হয়না। আমরা দ্বারা বিশেষ ভাবে বোঝায় জাতি, আত্মিয়, বন্ধু বা কয়েক জনের সমষ্ঠিকে। তাই নয় কি ? তবে কি আল্লাহ "আমরা এবং আমি" কি তা জানে না? যিনি এত কিছু সৃষ্টি করতে পারে তার কি এতটুকু বোঝা কষ্টকর ?

"বল, আল্লাহ এক; আল্লাহ নিরমুখাপেক্ষী তিনি কাহারো জনক ও নহেন এবং কাহারো জাতও নহেন এবং তাহার সমতুল্য কেহ নাই।"
- সুরা ইখলাছ।

এ আয়াতটিতে যেহেতু তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন তিনি এক, কারো জনক, জাত বা কারো সমতুল্য না তাহলে তিনি 'আমরা' দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন? এটা কি তার ভুল না কোরানের ভুল?

২। আল্লাহ কি সর্বজ্ঞ?

একজন স্বল্প বুদ্ধির মানুষ ও জানে যে কোন কিছু জানতে হলে সাধারনত তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। যেমন-

ক) মস্তিষ্ক **খ)** চোখ (২টি অথবা ১টি) **গ)** কান (২টি অথবা ১টি অবশ্য চোখ অথবা কান এদুটোর যে কোন ১টি হলেও অথবা না হলেও চলবে তবে মস্তিষ্ক অবশ্যই প্রয়োজন। আল্লাহ যদি নিরাকারই হন তাহলে তো তার

এসব কিছুই নেই এবং এসব যদি নাই থাকে তাহলে সে কোন কিছু জানবে কিভাবে ? অনেকেই বলবেন এ নিরাকার মানে - আল্লাহর আকার এতই বিশাল যে আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের ধারনার বাইরে। যারা এ যুক্তিটা দেখায় তাদের কাছে এ যুক্তি কতটুকু বিশ্বাস যোগ্য তা তারাই বলতে পারবেন! আমরা বাতাস দেখতে পাইনা কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করি, আমরা বাতাসের গতিবেগ মাপতে পারি, বাতাসের মাঝে কি কি উপাদান আছে তা জানি। কিন্তু আল্লাহ, ঈশ্বর বা ভগবান কাউকেই আমরা দেখতে পাইনা, কারো কোন উপস্থিতি অনুভব করিনা অর্থাৎ তাদের কোন কিছুই আমরা জানিনা শুধু মাত্র ধর্মীয় কিতাব গুলো ছাড়া তার কোন স্থান নেই। কি করে তাকে বিশ্বাস করে মানুষ (?)

এখনো সেই প্রগৈতিহাসিক যুগে পরে আছে তা বোঝা সত্যি দায়।

চলবে...